দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ৮ ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস রোধে বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (রবিবার) জাতীয় সংসদে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে গুলী, বোমাবাজি ও সশস্ত্র সংগ্রাম' শীর্ষক একটি মুলতবী প্রস্তাব প্রায় আড়াই ঘণ্টা আলোচনাশেষে বাতিল হইয়া যায়। তবে ইতিপূর্বে সংসদে গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাবের আলোকে শিক্ষাঙ্গনসহ সারাদেশ হইতে অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাস দমনে একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মুলতবী প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মুসলিম লীগের আইন উদ্দিন। প্রস্তাবের উপর এক বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-প্রধানমন্ত্রী ডাঃ এম, এ, মতিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আজ গুটিকয়েক অস্ত্রধারীর হাতে একটি বন্দী প্রতিষ্ঠান। এই অবস্থার অবসান হওয়া দরকার। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান বলেন, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিবর্তে সুস্থ পরিবেশ চান।

প্রস্তাবক আইন উদ্দিন ও অন্য বিরোধীদলীয় সদস্যগণ বলেন, অস্ত্র উদ্ধারের জন্য সরকারকে সৎ হইতে হইবে, সমস্যার গভীরে যাইতে হইবে, বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না।

মুলতবী প্রস্তাব আলোচনা শেষে আইনউদ্দীনের প্রস্তাবক্রমে স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী সংসদীয় কমিটি গঠনের ব্যাপারে বলেন, সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য নেতার সহিত

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচী

(১ম পৃঃ পর)

সহকারে সংসদ অভিযান ; একই দিনে সকল জেলা ও উপজেলা সদরে স্থানীয় প্রশাসনের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (৫ দল সমর্থক) : ১৯শে মার্চ দেশব্যাপী ছাত্রসমাবেশ, বিক্ষোভ, ২১শে মার্চ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় জমায়েতশেষে মিছিলসহকারে সচিবালয় ঘেরাও অভিযান। সংগ্রামী ছাত্রজোটও একই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন ২১শে মার্চ 'জাতীয় বিশ্বাসঘাতক দিবস' পালন করিবে।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক ছাত্র সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ১

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতে বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত

॥ সংসদ রিপোর্টার ॥

বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অস্ত্রমুক্ত ক'রে সেখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করার জন্য একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

মুসলিম লীগের সংসদীয় গ্রুপের নেতা মো: আয়েন উদ্দীনের 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে গুলী, বোমাবাজি ও সশস্ত্র সংগ্রাম' সম্পর্কে আনীত জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মুলতবী প্রস্তাবের ওপর গতকাল রোববার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনার পর বৈঠকের সভাপতি শামসুল হুদা চৌধুরী এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। স্পীকার বলেন, সংসদ নেতার সাথে আলোচনা করে সকল বিরোধী দলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার ব্যাপারে উপায় খুঁজে বের করবে এবং বেআইনী অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনের সংশোধনীর ব্যাপারে সুপারিশ করবে।

জনাব আয়েন উদ্দীনের ওই প্রস্তাবের ওপর বিরোধী দলের উপনেতা আবদুল মালেক উকিল, আওয়ামী লীগের এডভোকেট আসাদুজ্জামান, শামসুর রহমান খান, অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সংসদীয় গ্রুপের নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, জাসদ (সিরাজ) সংসদীয় গ্রুপের নেতা মির্জা সুলতান রাজা, সিপিবি'র প্রসূন কান্তি রায় ও জাসদ (রব)-এর অধ্যাপক হুমায়ুন কবির হীরু এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম, এ মতিন ও শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান আলোচনা করেন। আলোচনা দু'ঘন্টার বেশী সময় ধরে চলে।

জনাব আয়েনউদ্দীন তার প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন, গত ৮ই মার্চ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একটি টেণ্ডারকে কেন্দ্র করে তিন ঘন্টা ধরে গুলী, বোমাবাজিসহ সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। এক পর্যায়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলেও তাদের সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। এখানে ষ্টেনগান, কাটা রাইফেল ও পিস্তল ব্যবহৃত হয়। এই ঘটনা থেকে সরকারের চরম ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মালেক উকিল

প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে আবদুল মালেক উকিল বলেন, গত ৮ই মার্চ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে তিনটি গ্রুপ তিন ঘন্টা ধরে মারামারি করে অরাজকতা চালায়। এই সময় আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছুই ছিল না। তিনি বলেন, ছাত্ররা অস্ত্র কোথায় পায়, সে ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিছুই জানেন না বলে জানান। যে চিহ্ন সম্বলিত অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তা ক্যান্টনমেন্টে

(শেষ প: ৩-এর ক: দ্র:)

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংসদীয় কমিটি

(১ম পাতার পর)

থাকে। ছাত্র নামধারী অছাত্র সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের দমন করার আহ্বান জানিয়ে বিরোধী দলের উপনেতা বলেন, ছাত্র নামধারী অছাত্ররা কীভাবে হলে থাকে? এদের দমন করতে না পারলে দেশে অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি শান্তি না আসে, তাহলে দেশের কোথাও শান্তি আসবে না।

সুরঞ্জিত

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। যদি দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে দেশ যে অবস্থার দিকে এগুচ্ছে তার থেকে কেউ রেহাই পাবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

যেখান থেকে আইনের শাসন বিঘ্নিত হয়েছে সেদিকে ফিরে যাবার আহ্বান জানিয়ে শ্রী সেনগুপ্ত বলেন, অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখল করা যাবে, তার বিচার হবে না। সংসদ বাতিল করা হবে। তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। এ অবস্থায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। নিজে দুর্নীতিবাজ, ব্যভিচারী হয়ে ছেলেকে ভাল হবার উপদেশ দেয়া যায় না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মির্জা সুলতান রাজা

মির্জা সুলতান রাজা বলেন, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি আইন ভাঙ্গার প্রবণতা সৃষ্টি করে। বোমা বিস্ফোরণে কয়েকজন ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক'দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বাড়াবাড়ি করেছিল কিনা, সে ব্যাপারে তদন্ত করা এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি দাবী জানান।

প্রসূন কান্তি রায়

সিপিবি'র প্রসূন কান্তি রায় বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে সেখানে ঢুকে পুলিশ বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ক্ষুন্ন করেছে। তারা সেখানে ছাত্রদের বেধড়ক মারপিট করে। শ্রী রায় বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকদের আচার-আচরণের ওপর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন নির্ভরশীল।

এডভোকেট আসাদুজ্জামান বলেন, দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির যা অবস্থা, তাতে শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নয়, গোটা সরকারেরই পদত্যাগ করা উচিত।

অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার বলেন, আমাদের দাবীর [illegible] করলেও দিন [illegible] কদিন ভোরে [illegible] কউ নেই, [illegible]

কারা বাহনা সেখানে যাবে, তা যদি মন্দির, মসজিদ, হাট-ঘাট-মাঠ, শিক্ষাঙ্গনও হয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে শান্তির জন্য, সন্ত্রাসের জন্য নয়।

বিশেষ অধিকার প্রস্তাব

আওয়ামী লীগের নিজাম উদ্দিন জাতীয় সংসদে বিশেষ অধিকার প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন গত শনিবার রাতে টেলিভিশনে বলা হয়েছে যে, বিরোধী দলের নেত্রী জাতীয় সংসদকে অবহেলা করে সংসদকে ফেলে রেখে বিদেশে চলে গেছেন। তিনি বলেন গত শনিবার অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ অধিবেশনে সরকারী দলের অনেক সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। তাদের সম্পর্কে কিছু না বলে টেলিভিশনে বলা হয় যে, বিরোধী দলের অনেক সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। এর ফলে তাদের অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে।

জবাবে স্পীকার বলেন, বিরোধী দলের নেত্রী সরকারী কাজে দেশের বাইরে গেছেন। যদি তার সম্পর্কে টেলিভিশনে ওই কথা বলা হয়ে থাকে তাহলে আমার বিবেচনায় খুবই অন্যায় হয়েছে। এ ব্যাপারে তথ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করব।